মুহাম্মদ শামীমুজ্জামান

# বাংলা নিয়ে হরেক উদ্যোগ নানা চিন্তা

প্রযুক্তিহীনতায় বিকলাঙ্গ এ জাতির কর্ণধরদের পশ্চাদমুখী প্রবণতায় জনগণ আজ গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে ক্ষেত্রটি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হয়ে উঠতে পারতো সেই 'কমপিউটার' সম্পর্কে অজ্ঞ কিংবা অতিসামান্য জ্ঞান নিয়ে যাঁরা এদেশের কমপিউটার জগতকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন, তাঁদের জন্য পুরো কমপিউটার জগতের বাসিন্দাদের নাভিঃশ্বাস উঠতে আর বেশি দেরি নেই। এখানে কমপিউটারের সাথে সম্পর্ক নেই সেরূপ ব্যক্তিদের কমপিউটারের সরকারী প্রতিষ্ঠানে অধিকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হয়। যে প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার জ্ঞানে শিক্ষিত কোন লোকবল নেই, সে ধরণের প্রতিষ্ঠান আজ কমপিউটারের মান নির্ধারণে অতিমাত্রায় ব্যস্ততা প্রদর্শন করছে। একই সাথে কমপিউটার পরিবারের অভ্যন্তরে আজ যারা পরশ্রী কাতরতায় ভুগছেন, আপন স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, তাদেরকেই অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে কমপিউটার সংক্রান্ত শাখা কমিটি, সাব কমিটিতে। এ চিত্র এদেশকে যেন বিচিত্র এক চিড়িয়াখানা রূপেই দৃশ্যায়িত করে। অসহায় জনগণ সেখানে খাঁচায় বন্দী চিড়িয়ার মতো আস্ফালন করা ছাড়া ভিন্ন কোন পথ খুঁজে পায় না।

কমপিউটারের জন্য একটি প্রমিত বাংলা অক্ষর কোড তালিকা এবং একটি প্রমিত বাংলা কী বোর্ডের দাবী বহু দিনের। এ নিয়ে যে তালবাহানার সৃষ্টি হয়েছিলো তার বিশদ বিবরণ নিয়ে কমপিউটার জগৎ-এর গত ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রচ্ছদ প্রতিবেদন "অনিশ্চয়তার পথে বাংলাদেশের বাংলা' প্রকাশিত হবার পর বহুজন আমাদের কাছে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন নানা ভাবে। একই সাথে কেউ কেউ তাঁদের ব্যক্তিগত মতামতও জানিয়েছেন। প্রমিত বাংলা অক্ষর কোড তালিকা ও কী বোর্ড প্রণয়নের (এ কমিটিকে পরবর্তীতে সাব কমিটি হিসাবে উল্লেখ করা হবে) জন্য BSTI-এর কমপিউটার সংক্রান্ত শাখা কমিটি কর্তৃক গঠিত সাব কমিটির একজন যেমন টেলিফোনে "আমি কলা খাইনি" জাতীয় বক্তব্যে নিজের অজান্তেই পূর্বের কমিটিতে ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নিজের দোষ স্বীকার করে আমাদের প্রতি তাঁদের আক্রোশ অকপটে ব্যক্ত করেছেন। (আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে একটি লিখিত বক্তব্য চাওয়া হয়েছে) তিনি আরও জানালেন আমাদের ঐ প্রতিবেদনের কারণে এদেশে এখন দ্রুত একটি কোড তালিকা তৈরি হয়ে পড়বে। ভারতে অপর একটি তালিকা প্রমিত হিসাবে বর্তমান থাকায় বাংলা হবে বিভক্ত। অথচ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম ঐ কমিটিরই অন্য যাঁদের সাথে আমাদের কথা হলো সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন আমাদের নিজস্ব তালিকার গুরুত্বকে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অথবা টেলিফোনে কমপিউটার ব্যবহারকারী, কমপিউটার প্রফেশনাল কিংবা সাধারণ কেউ, যাঁরাই আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন তাঁদের সকলে আজ মাতৃভাষা বাংলা অনাকাঙ্খিত পরিণতির কথা ভেবে হচ্ছেন শঙ্কিত এবং আমলাতান্ত্রিক কাজের ধীরগতি অহেতুক অপচয় এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকলাপের জন্যে প্রচন্ড হতাশ। বর্তমান কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ ও কৌতূহল মেটাবার জন্য এবং আমরাও আমাদের প্রতিবেদনের পূর্ণাঙ্গতার স্বার্থে আরও কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহে সচেষ্ট হই।

এ উপলক্ষ্যে তথ্য পাবার আশায় আমরা গিয়েছিলাম BSTI-তে। কথা বলেছি সাব কমিটির সদস্যদের সাথে। বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটি (বিসিএস) এ নিয়ে কী ভাবেন তা জানতে বিসিএস-এর সভাপতি অধ্যাপক এ. এম. পাটওয়ারীর সাথে দেখা করি তাঁর কার্যক্ষেত্র, ইসলামিক ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজীতে। সেখানে সৌভাগ্যক্রমে আমরা পেয়ে যাই বুয়েটের প্রাক্তন ভি. সি. ও বর্তমান UGC-র সদস্য অধ্যাপক এম. এইচ. খানকে। প্রমিত কোড তালিকা ও কী বোর্ড নির্ধারণের প্রথম দিককার এক কমিটিতে যিনি ছিলেন সভাপতি। গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন ICTVTR-এর কমপিউটার সেন্টারের হেড অধ্যাপক এম. এফ. এলাহী। এঁদের মতামত ও বক্তব্য নিয়েই আমাদের এ ফলোআপ।

### বিএসটিআই-এর তথ্য প্রদানে অসম্মতি

আন্তর্জাতিকভাবে কোন দ্রব্য বা বস্তুর মান নির্ধারণ তথা প্রমিতকরণ করার দায়িত্ব ISO-র। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এ কাজটি করে থাকে BSTI। দেশের এ প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে প্রতি বছর ৯ লক্ষ টাকা চাঁদা নিয়ে আইএসও'র সদস্যপদ ভোগ করে আসছে। ফলে এ দেশের তৈরি কোন দ্রব্য বা বস্তুকে আভ্যন্তরীণ এলাকায় প্রমিত করে তার প্রচারের দায়িত্ব যেমন বিএসটিআই-এর ঠিক তেমনি ঐ দ্রব্য বা বস্তুকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রমিত করিয়ে নেবার জন্যে আইএসও-তে পাঠানোর দায়িত্বও একমাত্র বিএসটি-র উপরই অর্পিত। সম্ভবতঃ একারণেই কমপিউটারের জন্যে বাংলা অক্ষর কোড তালিকা ও একটি নির্দিষ্ট কী-বোর্ড লেআউট-এর মান প্রমিত করণের ক্ষমতা এ প্রতিষ্ঠানটিই অধিকার করে বসে আছে।

আইএসও থেকে বিএসটিআইকে পাঠানো পুস্তক ISO/IEC10646-1 থেকে যখন জানা যায় ভারত কর্তৃক পাঠানো বাংলা অক্ষর কোড তালিকার আন্তর্জাতিক মান নির্ধারিত হয়ে গেছে ঠিক তখন এদেশের কুম্ভকর্ণ আমলাদের যেন ঘুম ভাঙে। যে কাজ বহু বছরে করা সম্ভব হয়নি, মাত্র চার মাসেই (ফেব্রুয়ারী '৯৩ থেকে জুন '৯৩) কিছু একটা সম্পন্ন [?] করলেন তৎকালীন কমপিউটারের বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কমিটি এবং ৫ম মাসের ১৩/১০/৯৩ তারিখে যা বিসিসির দ্বাদশ কাউন্সিল সভায় অনুমোদিত হয়।

ভারতের ঐ তালিকা ব্যবহারে আমাদের অসুবিধা রয়েছে এবং অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করে আইএসও-তে প্রতিবাদ পাঠাবার পরিবর্তে "ভারত করেছে তাই আমাদেরও আইএসও থেকে একটা কিছু প্রমিত করিয়ে নিতে হবে", মনোভাবের অদ্ভুত কর্মকর্তারা এদেশের জনগণকে বিস্তারিত না জানিয়েই উদ্যোগ নিলেন বিসিসি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকাটিকে আইএসওতে পাঠিয়ে দেবার জন্য। তথাকথিত সেই তালিকার গুণগত মান কতখানি, সেটি আদৌ স্বয়ংসম্পূর্ণ কী-না ইত্যাদি বিচার না করেই এক সময়ে তা বিএসটিআই-এর মাধ্যমে আইএসও তে প্রেরিত হয়। এদেশেই যার মান নির্ধারিত হলো না তা বিদেশে যায় কী ভাবে? বিএসটিআই এর কর্ম প্রক্রিয়ায় এ ঘটনাটা কতখানি বিধিসম্পন্ন ছিলো?

এ ধরণের নানা প্রশ্নের উত্তর জানতে আমরা হাজির হই বিএসটিআই-তে যারা ছয় মাস পূর্বে কয়েকটি কমপিউটার কিনে কমপিউটার ব্যবহারের শিশু অবস্থায় রয়েছেন, যেখানে কমপিউটার সম্পর্কে বোঝেন এরূপ লোকের সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা, সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক প্রশাসন, পরিচালক (মান) পরীক্ষক (বিদ্যুৎ) সম্পাদক প্রকাশনা সহ, মান বিভাগের আরও কয়েকজনের সাথে আমাদের আলাপ হয়। বর্তমানে গঠিত কমপিউটার সংক্রান্ত কমিটিটি পরিচালক (মান)-এর অধীন হওয়ায় তাঁর অনুরোধে আমাদের প্রশ্নমালা জমা রেখে এলেও পরবর্তীতে বিএসটিআই-এর মহাপরিচালকের বরাত দিয়ে তিনি জানান "সব ধরনের পত্রিকাকে সাক্ষাৎকার প্রদান আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে"। তাঁকে কমপিউটার জগৎ-এর ফেব্রুয়ারী '৯৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি দেখালে তিনি বিস্মিত হন। বিএসটিআই-এর কার্যক্রমের যে বর্ণনা তাতে ছিলো তা পড়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে গম্ভীরভাবে জানতে চান ঐ তথ্যের কোন প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে কী-না? "... বিসিসিকে নির্বাহী দায়িত্ব দিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছে" এই বক্তব্যটির ব্যাপারে তিনি ক্ষোভের সাথে জানালেন এটি সঠিক নয় এবং এর প্রতিবাদ করা উচিৎ। তাঁর কাছ থেকে সেই প্রতিবাদ লিপিটি চাই। তিনি জানালেন সেটি পাওয়া যাবে মার্চের শেষে।

আমাদের জন্য একটি প্রমিত বাংলা অক্ষর কোড তালিকা ও প্রমিত কী-বোর্ড লে-আউট যে প্রয়োজন সে বিষয়ে ১৯৯৪ সালের পূর্বে বিএসটিআই-এর কর্মকর্তারা মাথা ঘামাননি। ১৯৯৪ সালের আগষ্টে মন্ত্রণালয়ের চিঠি ও বিসিসির অনুরোধেই জাতীয়ভাবে ঐ কোড তালিকা ও কী বোর্ড প্রমিত করণের জন্য কাজ শুরু করেছেন। অথচ ঐ কাজ শুরু করার এক বছর আগেই ২৪ আগষ্ট ১৯৯৩ তারিখে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত বিষয় সম্পর্কিত কাগজপত্র আইএসও-তে প্রমিত করণের জন্য পাঠানো হয়। প্রশ্ন জাগে কী ভাবে? আলাপকালে এ প্রসঙ্গে কর্মকর্তারা বললেন বিসিসি কর্তৃক অনুমোদিত বাংলা অক্ষরকোড তালিকা ও কীবোর্ড লে-আউটটির কাগজপত্র আইএসও-তে পাঠানোর ব্যাপারে কাজ করেছিলো বিএসটিআই-এর প্রকাশনা বিভাগ। উক্ত কাগজপত্রে মন্ত্রীর স্বাক্ষর থাকায় নির্দ্বিধায় পরিচালক, স্ট্যান্ডার্ড উইং-এর স্বাক্ষরে তা আইএসও-তে পাঠানো হয় বিডিএস নম্বর প্রদান ছাড়াই। সেই সাথে নিয়ম থাকা সত্ত্বেও প্রকাশনা বিভাগের মাধ্যমে যেমন বিষয়টি প্রকাশিত হয়নি তেমনি জাতীয় মান দূরে থাক বিসিসির মান হিসাবেও তাকে বিএসটিআই প্রমিত করার চিন্তা করে নি। এ ঘটনায় আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। বিএসটিআই-তে একটি Electro Technical কমিটি থাকা অবস্থায় প্রকাশনা বিভাগ কমপিউটার নিয়ে মাথা ঘামালো কোন যুক্তিতে? গন্ডারের কাতুকুতু অনুভব করার গল্পের মতোই কর্মকর্তাদের টনক নড়লো বহু পরে যখন আইএসও থেকে জানানো হয় তাদের কাছে পাঠানো কাগজে বিডিএস নম্বর নেই। শুরু হলো ফাইল চালাচালি, বিষটি অতঃপর Electro Technical কমিটির আওতাধীনে আসে।

ইতিমধ্যে বাংলা অক্ষর কোড তালিকা ও কী বোর্ড লে-আউটের একটি জাতীয় মান নির্ধারণের অনুরোধ আসায় বিষয়টি গত ২৭/০৮/১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএসটিআই-এর বৈদ্যুতিক বিভাগীয় কমিটির ৪৫ তম সভায় উপস্থাপিত হয়। সে সভাতে "কমপিউটার সংক্রান্ত শাখা কমিটি" নামে বিভাগীয় কমিটির ১৫তম

শাখা কমিটি জন্ম লাভ করে। ১৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সভাপতির স্থানটি দেয়া হয়েছে বিসিসির নির্বাহী পরিচালক জনাব আবদুস সালামকে। বাকী ১৫ সদস্যের মধ্যে রয়েছেন কেবল তিন জন কমপিউটার প্রফেশনাল। একটি কমপিউটার সংক্রান্ত শাখা কমিটিতে মাত্র ১৮ শতাংশ কমপিউটার এলাকার ব্যক্তিদের নিয়ে পূর্ণ করে বিএসটিআই যে এক হাস্যকর কান্ড ঘটালো কর্মকর্তাদের সে বিষয়ে খেয়াল আছে কী? আরও মজার ব্যাপার বিএসটিআই সাধারণত অন্যান্য দেশের মান নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠানের মতো নিজ উদ্যোগে গবেষণার মাধ্যমে মানসম্পন্ন বস্তু বা দ্রব্য নির্মাণ করে না। কোন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দিলে বিএসটিআই কমিটির মাধ্যমে আলোচনা করে তার মান নির্ধারণ ও অনুমোদন করে মাত্র। কিন্তু, আশ্চর্যজনক ভাবে এ সত্য যে কমপিউটারের জন্য একটি বাংলা অক্ষর কোড তালিকা ও কীবোর্ড লে-আউট নির্মাণে কমপিউটার সংক্রান্ত শাখা কমিটি আজ সচেষ্ট।

## সাব কমিটির সদস্যরা কী ভাবছেন?

কমপিউটার সংক্রান্ত শাখা কমিটি গত ১৭ ডিসেম্বর '৯৪ তাদের প্রথম সভাতে একটি বাংলা অক্ষরকোড তালিকা ও কী বোর্ড লে-আউট গঠনের প্রয়াসে বিসিসির ডেপুটি ডাইরেক্টরকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যের একটি সাব কমিটি গঠন করে। এই সাব কমিটি পরবর্তীতে আরও দু'জনকে কো-অপ করেন তাদের কাজের সুবিধার জন্য। এঁদের একজন ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক মনসুর মুসা এবং অন্যজন প্রকৌশলী ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী। জানা যায় এ কমিটি পূর্বের সকল কাজ বাতিল করে নতুন ভাবে কাজ শুরু করেছেন। সাব কমিটির বর্তমান কার্যপদ্ধতিটি কেমন? কী করলে, যে লক্ষ্য নিয়ে এ আয়োজন তার ফলপ্রসূ সমাধানে আসবে? ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাংলা কোড তালিকার স্বরূপটিই বা কী? ইত্যাদি জানতে আমরা প্রশ্ন রেখেছিলাম জনাব সাইফ উদ্ দোহা শহীদ ও অধ্যাপক মনসুর মুসার কাছে। তাঁদের অভিমতসহ আমাদের প্রশ্নের উত্তর এখানে হুবহু ছাপা হলো ঃ-

**অধ্যাপক মনসুর মুসা ঃ**

তাঁর মতেশুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, দেশে এবং বিদেশে যেখানেই বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয় সেখানেই ব্যবহারের জন্য একটি প্রমিত কোড তালিকা এবং একটি কী বোর্ড অত্যন্ত জরুরী। বাংলায় কমপিউটার পদ্ধতিকে আরো শৃংখলা আনার জন্য একটি প্রমিত কোড তালিকা একান্ত কাম্য। মনে রাখা প্রয়োজন বাঙলা পৃথীবিতে মানুষের পঞ্চম বৃহৎ মাতৃভাষা। এ ভাষার গুরুত্ব লঘু করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

একটি প্রমিত বাংলা বর্ণ (অক্ষর) তালিকা প্রস্তুত করার সময় ভাষা বিজ্ঞানী হিসাবে বাংলা বর্ণের প্রতিটি রূপের বা আকারের সাংগঠনিক কার্য (function) ও ঐতিহাসিক বা প্রথাগত কার্যসম্বন্ধে ভাবতে হবে। বর্ণমালা হলো একটি সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত সংকেতমালার শৃঙ্খলা। সংকেত যতই সুবিস্তারিত হয়, ততই তার উপযোগ বাড়ে। সেজন্য বাংলা বর্ণমালার ঐতিহাসিক বিবর্তনের মূল্যায়ণ করা বাঞ্ছনীয়। বাংলা বর্ণমালা শুধু বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না, ত্রিপুরার ভাষায় ব্যবহৃত হয়, অহমিয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয়। প্রমিত কোড তালিকায় ন্যূনতম সংযোজনার ফলে এ তালিকার ব্যবহার সীমা পরিব্যাপ্ত হবে।

যে প্রক্রিয়ায় বাংলা বর্ণ (অক্ষর) কোড তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, তা কোনো বিজ্ঞান সম্মত গবেষণার ফল নয়, সাধারণজ্ঞান নির্ভর একটি সম্মত তালিকা। বহু আগেই এ তালিকা প্রণীত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তবে বর্তমানে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন যতটা সুতীব্র, ততটা আগে ছিল না।

এ কাজটি কোন ভাষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগকে দিয়ে করিয়ে নিলে তা হয়তো আরও সুন্দর এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হতে পারতো। কিন্তু প্রযুক্তি ও ভাষা বিজ্ঞানের সমন্বিত প্রতিষ্ঠান না গড়তে পারলে কি করে হবে। নতুন জাতির জীবনে সবই যে নতুন করে গড়তে হয়।

**জনাব সাইফ উদ্ দোহা শহীদ ঃ**

তিনি জানালেন বাংলা কোড তালিকা আমাদের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। এ কাজটি বহু পূর্বেই সম্পন্ন করা যেত কিন্তু যে কমিটিকে এ কাজে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, তারা স্বল্প সংখ্যক সভা আহ্বান করে। অনেক সভা কোরাম পূরণ না হবার কারণে যেমন হয়নি অন্যান্য সভাগুলোও তেমনি প্রফেশনালী আগায় নি। ফলে কাজটি দীর্ঘায়িত হয়েছে। কমপিউটারে বাংলা নিয়ে কাজ করার সুবাদে আজ অবধি গঠিত কমপিউটার ও বাংলা ভাষা সংক্রান্ত সব কমিটিতেই ছিলো তাঁর অবস্থান। একটি কমপিউটার প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী হওয়ায় কমিটিতে ব্যাবসায়ী প্রতিনিধি হিসাবে তিনি চিহ্নিত হয়েছেন।

ভারতীয় বাংলা কোড তালিকা এবং আমাদের বাংলা কোড তালিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ভারতীয় তালিকাটি দেব নাগরী ভাষা নির্ভর এবং আমাদের প্রয়োজনে অসম্পূর্ণ। আমাদের তালিকা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে গড়ে উঠবে। নতুনভাবে যে তালিকা তৈরি হবে তাতে ASCII কোড তালিকার ২৫৬টি কোড স্থানকেই বাংলার জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। মুনীর চৌধুরী তার Bengali Type Writer গ্রন্থে ষষ্ঠ পৃষ্ঠার ২.১ অনুচ্ছেদে দেখিয়েছেন বাংলাতে মূল অক্ষরের সংখ্যা ৫২ টি। নতুন তালিকায় ASCII তালিকার মূল অংশে অবস্থিত ইংরেজী তথা ল্যাটিন চিহ্ন ($, %, @ ইত্যাদি), যতি চিহ্ন (, ; : ইত্যাদি) কে তাদের স্ব অবস্থানে রেখে A থেকে Z এবং a থেকে z এর মোট ৫২টি স্থানে বাংলা মূল ৫২টি অক্ষর স্থাপন করা হবে। অন্যান্য অক্ষর, ফলা, কার, চিহ্ন, যুক্তাক্ষর ইত্যাদিকে রাখা হবে বর্ধিত ASCII অংশে।

আমাদের তৈরি জিনিষ নিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে। আমরাই বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো। এদেশে একটি কোড তালিকা তৈরি হলে তার সাথে ভারতের বাংলা তালিকার একটি দ্বন্দ্ব যদিও হতে পারে সে ক্ষেত্রে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সে সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাছাড়া আমরা যদি অধিক হারে বাংলা নিয়ে কাজ দেখাতে পারি তা ভারতকেও হয়তো অনুপ্রাণিত করবে আমাদের তালিকাটিকেই ব্যবহার করতে।

তিনি আরও জানান, যেহেতু এ তালিকা নির্মাণ একটি জাতীয় ব্যাপার, তাই এটিকে জাতীয়ভাবেই আসতে হবে। এককভাবে নয়। এ লক্ষ্যে বর্তমান সাব কমিটি কোড তালিকা তৈরি করে মূল কমিটির কাছে সুপারিশ করবে এ তালিকা নিয়ে একটি মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের, যার মাধ্যমে তালিকাটি আরও সমৃদ্ধি পাবে।

এ তালিকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি করে জাতীয়করণ প্রয়োজন। এদেশে নানা ক্ষেত্রে নানা পর্যায়ে তথ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া চলছে। কিছুদিনের মধ্যেই জাতীয় ভোটার তালিকা নির্মাণে কমপিউটারে ডাটা এন্ট্রি শুরু হবে। বর্তমানে ভিন্ন এক বাংলা কোড তালিকা নির্ভর ব্যবস্থায় ডাটা এন্ট্রি হলে পরবর্তীতে জাতীয় কোড তালিকায় তা স্থানান্তরে একটি জটিল অবস্থার সৃষ্টি করবে। অপচয় হবে সময় ও অর্থের।

## ভাবনাহীন বিসিএস-এ হৈ চৈ রব ঃ

কমপিউটার প্রফেশনালদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটি (বিসিএস), এ দেশের কমপিউটার সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বরাবরই নিস্পৃহ থাকার প্রবণতা প্রদর্শণের কারণে জনগণ এ প্রতিষ্ঠান থেকেও আশানুরূপ কোন ফল দেখতে পায় নি। যে কোন দেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। এঁরা কমপিউটারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখে থাকেন। কমপিউটার বোদ্ধাদেরকেই এতে কেবল সদস্য করা হয় বলে সবাই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করেন। অথচ এদেশের জন্যে অতি জরুরী এ প্রতিষ্ঠানটির জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও ভাবনাহীন অলস সময় কাটাবার সুবাদে কমপিউটার সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি থেকে আজ ধীরে ধীরে এক্সপার্ট ও গবেষকেরা হারিয়ে যাচ্ছেন। প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সে জায়গা শূন্য না রেখে বেদখল হয়ে পড়ছে ভিন্ন কোন পেশার ব্যক্তিদের দ্বারা। বাংলা অক্ষর কোড তালিকা ও কী-বোর্ড লে-আউট নির্মাণে নিয়োজিত কমিটি কিংবা কমপিউটার সংক্রান্ত শাখা কমিটির দিকে তাকালে সে চিত্রটি আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

১৮ বছরের গতিহীন জ্বরাগ্রস্থ এ প্রতিষ্ঠানটির মনে হয় না একমাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠান ছাড়া দ্বিতীয় কোন কাজ আছে। প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি জানালেন অর্থাভাবে বিসিএস কোন কাজে হাত দিতে পারে না। বিসিএস-এর নিজস্ব কোন স্টাবলিশমেন্টও নেই। বিসিসির একটি কক্ষ নিয়ে তারা মিটিং করেন। তাছাড়া এখানকার সদস্যরা যাঁরা আছেন তাদের কেউ করেন চাকরি, বাকীরা হয়তো চাকুরীর খোঁজে আছেন। যাঁরা চাকরিরত তারা প্রতিনিয়তই নিজ কাজে ব্যস্ত থাকেন। যাঁরা কাজ করবেন তাঁদের ঠিকমতো অর্থায়ণ না করা যায় তাহলে সেই ব্যক্তিরা কাজ করবেন কেন? তিনি স্বীকার করলেন বিসিএস-এর অর্থ না থাকলেও লোকবল রয়েছে, তারা যথেষ্ট তৎপর হলে পরিস্থিতি হয়তো অন্যরকম হতে পারতো। কিন্তু বিসিএস-এর পক্ষ থেকে তা করা হয়নি। বাংলাদেশে এটি এভাবেই চলছে। বর্তমানে যারা বাংলা কোড তালিকা ও কী বোর্ড নিয়ে কাজ করছেন এটি মূলতঃ তাদের কাজ নয়। দক্ষ ব্যক্তিদের যারা এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন কিংবা যেখানে কাজ হয়েছে যেমন, বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিভাগে একাজটি দেয়া উচিৎ ছিলো। বিসিএস আজ অবধি অত বড় কোন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারেনি যাতে করে তাঁরা এ ধরণের গবেষণা কর্মকে স্পন্সর করতে পারে। তাঁর এই কথার সমর্থন পেলাম তার কক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকেও।

বিসিএস সভাপতি আরও জানালেন এদেশে যাঁরা কমপিউটার প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁদের কাছে ঐ বিষয়টি কখনই বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়নি। বিসিএস এখন চাইছে বর্তমান কমিটিকে আর সমালোচনায় না এনে পৃথক ভাবে দক্ষ ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বাংলা অক্ষরকোড তালিকাটি কেমন হবে তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে।

## শেষ কথা ঃ

এ প্রতিবেদন কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ কিংবা ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়, এদেশে কমপিউটারের মাধ্যমে বাংলা ভাষা চর্চার জুরাজীর্ণ অবস্থাটিকে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছি মাত্র। আমাদের চোখে যা দৃষ্টিকটু মনে হয়েছে তাকে উপস্থাপন করেছি বারবার, যেন আমাদের এ বোধটুকু হয় যাতে করে ভবিষ্যতের কর্মপন্থায় আমরা হতে পারি সাবধান, কাজ হয় দ্রুত এবং ফলপ্রসূ।

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মের জন্যে পৃষ্ঠপোষকতার বড়ই অভাব। তার চেয়েও অভাবগ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে মাতৃভাষা বাংলা। ২১শে এলেই আমরা যে ভাবে উদ্বেলিত হই, ঠিক সে ভাবেই আধুনিক প্রযুক্তির জন্য এ ভাষাকে যোগ্য করে তোলার গবেষণাকর্মগুলোতে যদি নিজেদেরকে বিলিয়ে দেয়া যায় তবেই হয়তো আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বুক ফুলিয়ে ভাষা আন্দোলনের গর্ব করতে পারবো। নচেৎ প্রযুক্তির কারণে মাথা নত করে বিকিয়ে দিতে হবে নিজ ভাষাকে, ষ্ট্রাক হোলের প্রচণ্ড আকর্ষণে অনিশ্চয়তার পথে আমাদের বাংলা ছুটে চলবে ভয়ঙ্কর গতিতে। ●